গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে আয়োজিত ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান : জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময় : ১৮.০৯.২০২৩ খ্রিঃ, সকালঃ ১২:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট- 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি অংশীজন সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরু তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর, বিশেষায়িত হাসপাতাল, বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সুশাসন বাস্তবায়ন নিমিত্ত জবাবদিহিতামূলক উপকরণগুলো যথাঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে চলতি অর্থবছরে গৃহীত অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রমগুলো অবহিত করতে আজকের সভায় আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জবাবদিহিতার উপকরণগুলোকে মাঠ পর্যায়ে পরিচিত করতে বলেন। তিনি আরো জানান যে, অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ তাদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অগ্রগতি প্রতিবেদন ও সভায় উপস্থাপন করবেন। সভাপতি সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)-কে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

০২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ফোকাল পয়েন্টের অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) গত সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভার কার্যপত্রের আলোচ্য সূচী নিম্নরুপ :

ক) গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:
খ) গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যলোচনা:
গ) কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এ গৃহীত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং জবাবদিহিমূলক উপকরণসমূহ বাস্তবায়ন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা
ঘ) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনা
ঙ) অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
চ) বিবিধ

০৩. গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ: গত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয় এবং কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৪. গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	সভায় জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা হয়। পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ নিজামুল হক জানান যে, হাসপাতালটির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সারাদেশের ক্যান্সারের রোগী এখানে সেবা নিতে আসে। অথচ বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে ক্যান্সারের চিকিৎসা দেওয়া হয়। ফলে রোগীর চাপ অত্যন্ত বেশি। তিনি আরো সমস্যার কথা তুলে ধরে জানান যে, হাসপাতালটিতে জনবল প্রয়োজনের তুলনায় কম বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। আউটসোর্সিং জনবলের দ্বারা অনেক নেতিবাচক বিষয় ঘটছে। সভাপতি এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সার্ভিস ইনোভেশনের প্রতি জোর দিতে বলেন। তিনি জানান	ক) হাসপাতালটিতে কর্মচারীদের কর্তৃক সৃষ্ট নেতিবাচক বিষয়গুলো দূর করতে আরো মনোযোগ দিতে হবে। খ) হাসপাতালটিতে সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান হতে হবে। গ) হাসপাতালটির সিটিজেন চার্টার আগামী ১ মাসের মধ্যে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিমিউ এন্ড টিসি ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

	যে, দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১শ'শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু শেষের পথে। এই হাসপাতালগুলো চালু হলে ক্যান্সার হাসপাতালের সমস্যার উত্তরণ ঘটবে। এছাড়া হাসপাতালটিতে কর্মচারীদের কর্তৃক সৃষ্ট নেতিবাচক বিষয়গুলো দূর করতে আরো মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। হাসপাতালটিতে সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি হাসপাতালটির সিটিজেন চার্টার আগামী ১ মাসের মধ্যে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। হাসপাতালটির অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বক্স রয়েছে কিন্তু তাতে অভিযোগ পড়েনি মর্মে জানানো হয়। সভাপতি রোগীকে সেবা সন্তুষ্টির কার্ড দেওয়ার সুপারিশ করেন। চিকিৎসা শেষে রোগী যাতে মূল্যায়ন করতে পারে। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা রয়েছে মর্মে জানান। সভাপতি অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এমআইএসকে মনিটরিং এবং অভিযোগকারীকে সমাধার বিষয়টি অবগত করতে বলেন। হাসপাতালটির ইনোভেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিচালক জানান যে, ডে কেয়ারে ১০০টি বেড করে করোনার সময় রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ক্যান্সার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে রোগীদের নিয়মিত জ্ঞান দান করা হচ্ছে। ফেসবুকের মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। ফোনের মাধ্যমে রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। গাইনি অনকোলজিতে বেড বৃদ্ধি করা হয়েছে। কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার পরও কাগজে কলমে ডাটা রাখা হচ্ছে। অতুল সরকার, যুগ্মসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) টিকেটের দীর্ঘ লাইন কমাতে এ্যাপস ব্যবহারের পরামর্শ দেন। সভাপতি হাসপাতালটিতে অটোমেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে বলেন। নোয়াখালীতে থেকে চিকিৎসা নিতে আসা রাবেয়া আক্তারের ভর্তি হতে কোনো সমস্যা হয়নি। তিনি ভর্তি, ডাক্তার, নার্সদের বিষয়ে ইতিবাচক বললেও বাথরুম নোংরা এবং খাবারের মান ভাল নয় মর্মে জানান। চাঁদপুরের ৩২ বছরের আবুল হোসেন টিউমার ক্যান্সার চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে এসেছেন। খাবারের মান নিয়ে তিনি তার অসন্তোষের কথা জানান। বরিশালের মুক্তা তিন বছর ধরে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন। তিনি ডাক্তার, নার্সদের ব্যবহারের প্রশংসা করেন। ৫০ বছর বয়সী আব্দুর রশীদ এসেছেন ময়মনসিংহ থেকে। তিনিও ডাক্তার, নার্সদের ব্যবহারের প্রশংসা করেন।	ঘ) সেবা মূল্যায়নের জন্য রোগীদের সন্তুষ্টির কার্ড দেওয়া প্রচলন করতে হবে। ঙ) অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এমআইএসকে মনিটরিং এবং অভিযোগকারীকে সমাধার বিষয়টি অবগত করতে হবে। চ) হাসপাতালটিতে অটোমেশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে বলেন। ছ) হাসপাতালটির প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের কর্মবন্টন তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। জ) রোগীদের ঔষধপত্র সেবনের দায়িত্ব এটেনডেন্টদের পরিবর্তে নার্সদের নিজেদের হাতে নিতে হবে। নার্সদের তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আরো সতেচন হতে হবে। ঝ) জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের দুর্বলতা দূর করার উপায়/পদ্ধতি বের করতে হবে। ঞ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। ক্লিনারদের ৮ ঘন্টা ডিউটি নিশ্চিত করতে একজন উপপরিচালককে দায়িত্ব দিতে হবে। ট) ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী নিউরো, ইউরো অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে, সে সময় রোগীর পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের শিফটিং করার মাধ্যমে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। ঠ) দেশের হাসপাতালগুলোকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।	

হাসপাতালটির প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের কর্মবন্টন না থাকলে দ্রুত কর্মবন্টন সম্পন্ন করতে বলা হয়।

অধ্যাপক ডা. রোকেয়া আনোয়ার, বিভাগীয় প্রধান, গাইনী অনকোলজি, জানান যে, এই হাসপাতালে শুধু ক্যান্সারের চিকিৎসাই দেওয়া হয়না, রোগটি প্রতিরোধের পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে প্রতিরোধ সম্পর্কে ধারণা নিতে আসা মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বছরে ৫/৬ হাজার। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে প্রচার করার জন্য কিন্তু এখনো প্রচার করা হয়নি। নতুন অপারেশন থিয়েটারে হ্যালোথিনের অভাবে সার্জারি করা যাচ্ছেনা। পেশেন্টের আইডি নেই। রোগীর পরিবার পরিজন বেশি আশে। সান্ধ্যকালীন নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের রাতে কোনো যাতায়াতের হাসপাতালে নিজস্ব কোন গাড়ি নেই।

অধ্যাপক ডা. মিনহাজ, বিভাগীয় প্রধান, সার্জিকাল অনকোলজি জানান যে, হাসপাতালটি ৫০০ বেডে উন্নীত হলেও ৩০০ বেডের জনবল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। দ্রুত অনুমোদন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

নুরুন্নাহার বেগম, নার্সিং সুপারেন্টেনডেন্ট, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, রোগীদের মানসম্মত নার্সিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নার্সদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিয়মিত সচেতন করা হয় মর্মে জানান। রোগীদের চিকিৎসা প্রদান নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। তিনি আরো জানান যে, নার্সদের ড্রেস কোড ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে।

কামাল মল্লিক, কুক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল খাবারের মান খারাপ হওয়ার পিছনে জনবল সংকট মর্মে জানান। ৫০০ বেড হাসপাতালে রান্নার কাজে জনবল মাত্র ৩ জন। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃতরা রন্ধন কাজে পারদর্শি নয়। এত অল্প বেতনে ভালমানের কোন কুক পাওয়া যায় না। তিনি দ্রুত নিয়োগের মাধ্যমে কুকের শূন্য পদগুলো পূরণে অনুরোধ জানান।

ঠিকাদার আবু সালেহ, বিকন ফার্মাসিউটিক্যাল ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন। তিনি টেন্ডারগুলো অর্থবছরের শুরুর দিকে দিতে অনুরোধ জানান।

জনাব অতুল সরকার, যুগ্মসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে আর পরিবর্তন আনতে অনুরোধ জানান। তিনি রোগীদের ঔষধপত্র সেবনের দায়িত্ব এটেনডেন্টদের পরিবর্তে নার্সদের নিজেদের হাতে নিতে বলেন। নার্সদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরো সতেচন হতে পরামর্শ দেন। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সসহ সকলকে একটি টিম হিসেবে কাজ করতে তিনি অনুরোধ করেন।

	সভাপতি জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালের বর্তমান সেবার মান দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তবে তিনি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কিছু দূর্বলতা রয়েছে। এগুলোতে দূর করার উপায়/পদ্ধতি বের করতে হবে। বিশেষ করে তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে বলেন। আউটসোর্সিংয়ের কর্মীরাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত। তিনি ক্লিনারদের ৮ ঘন্টা ডিউটি নিশ্চিত করতে একজন উপপরিচালককে দায়িত্ব দিতে বলেন। এছাড়া, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী নিউরো, ইউরো অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে, সে সময় তিনি রোগীর পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের শিফটিং করার মাধ্যমে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেন। দেশ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দিকে এগিয়ে চলছে। হাসপাতালগুলোকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে তিনি সবাইকে সচেষ্ট হতে বলেন।		
৪.২	**সিটিজেন চার্টার :** সভায় বলা হয়, সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে বেশির ভাগ জনগণের ধারণা না থাকায় সেবার মান ব্যহত হয়। মাঠ পর্যায়ে জনগণকে সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে সচেনতা তৈরি করতে হবে। সভাপতি সিটিজেন চার্টার মোতাবেক সেবা দিতে ব্যর্থ হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন। এছাড়া, তিনি অধিদপ্তরগুলোকে সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে বলেন।	ক) জনগণের মধ্যে সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। খ) সিটিজেন চার্টার মোতাবেক সেবা দিতে ব্যর্থ হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। গ) অধিদপ্তরগুলোকে সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর
৪.৩	**তথ্য অধিকার :** সভাপতি সকল অধিদপ্তর/দপ্তরকে অংশীজন সভায় স্টেকহোল্ডারদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণার প্রদান এবং জনগণকে তথ্য অধিকার আইন অবগত করতে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।	ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর তাদের অংশীজন সভায় স্টেকহোল্ডারদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণার প্রদান করবে। খ) জনগণকে তথ্য অধিকার আইন অবগত করতে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর
৪.৪	**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা :** সভায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অধিদপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ের জনগণকে অবগত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান। তিনি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির নজর দিতে বলেন।	ক) অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিদপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ের জনগণকে অবগত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। খ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির নজর দিতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর
৪.৫	**ই-গভর্ন্যেন্স ও ইনোভেশন :** সভায় ই-গভর্ন্যেন্স ও ইনোভেশন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন, সেরাখাতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অনেক ইনোভেশন রয়েছে। কিন্তু না জানার কারণে জনপ্রশাসন পদক হতে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। কাজেই অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে তাদের মাঠ পর্যায়ে অফিসগুলোতে ইনোভেশন চর্চা ছড়িয়ে দিতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবন দ্বারা স্বাস্থ্যসেবাকে সহজিকরণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে সচেষ্ট হতে হবে।	ক) অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে তাদের মাঠ পর্যায়ে অফিসগুলোতে ইনোভেশন চর্চা ছড়িয়ে দিতে হবে। খ) নতুন নতুন উদ্ভাবন দ্বারা স্বাস্থ্যসেবাকে সহজিকরণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে সচেষ্ট হতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর
৪.৬	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :** জবাবদিহিমূলক উপকরণগুলোর কর্মপরিকল্পনা এপিএর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। জবাবদিহি উপকরণসমূহের কর্মপরিকল্পনার নম্বরের একটি অংশ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে যোগ হয়। কাজেই কর্মপরিকল্পনাগুলো শতভাগ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে নচেৎ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির পারফরমেন্সে প্রভাব পড়বে।	ক) জবাবদিহি উপকরণসমূহের কর্মপরিকল্পনাগুলো শতভাগ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।	

৪.৭	**গণশুনানী :** সভাপতি অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে প্রতি মাসের যে কোন বুধবার গণশুনানী আয়োজনের করতে বলেন। অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ গণশুনানী আয়োজনের প্রমাণক হিসেবে তথ্য ও ছবি প্রশাসন-৪ শাখায় প্রেরণ এবং প্রাপ্ত সমস্যাগুলো নিয়ে অংশীজন সভায় আলোচনা করার পরামর্শ দেন।তিনি বলেন, গণশুনানীতে মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল এসোসিয়েশন ইত্যাদি সংগঠনকে অংশগ্রহণের জন্য আহবান করা যেতে পারে।	ক) অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে প্রতি মাসের যে কোন বুধবার গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে। খ) অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ গণশুনানী আয়োজনের প্রমাণক হিসেবে তথ্য ও ছবি প্রশাসন-৪ শাখায় প্রেরণ করবে। গ) গণশুনানী হতে প্রাপ্ত সমস্যাগুলো নিয়ে অংশীজন সভায় আলোচনা করতে হবে। ঘ) গণশুনানীতে মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল এসোসিয়েশন ইত্যাদি সংগঠনকে অংশগ্রহণের জন্য আহবান করা যেতে পারে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর
৪.৮	**জাতীয় কিডনি ডিজিজেজ এন্ড ইউরোলজী ইনস্টিটিউট হাসপাতালের কার্যক্রমকে স্মার্ট করতে অটোমেশন চালুকরণ:** পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, হাসপাতালটিকে অটোমেশন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে হাসপাতালটির ল্যাব সাইন্স পুরোটা অটোমেশন করা হয়েছে। তবে রিপোর্ট প্রদান করতে অনেক লাইন হয়। পরবর্তী সপ্তাহ থেকে এটিও অটোমেশনে যাবে। সিনিয়র সিটিজেনদের আলাদাভাবে সেবা দেওয়া হবে। প্রেসক্রিপশন অনলাইনে তৈরি হবে। হাপাতালটিতে মাত্র ২২৪০ টাকায় প্যাকেজ ডায়ালাইসিস করা হয়। সভাপতি সেবাটিকে হাইলাইট করতে বলেন।	ক) জাতীয় কিডনি ডিজিজেজ এন্ড ইউরোলজী ইনস্টিটিউট হাসপাতালের কার্যক্রমকে স্মার্ট করতে আগামী ৩০.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে শতভাগ অটোমেশন চালু করতে হবে। খ) পরিচালককে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে জন্য পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। গ) হাপাতালটিতে মাত্র ২২৪০ টাকায় প্যাকেজ ডায়ালাইসিস করার সেবাটিকে হাইলাইট করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও জাতীয় কিডনি ডিজিজেজ এন্ড ইউরোলজী ইনস্টিটিউট হাসপাতাল
৪.৯	**২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নাটোর জেলা হাসপাতালে স্টক ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সফটওয়্যার চালুকরণ:** পরিচালক, এমআইসএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান যে, জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে স্টক ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে।	ক) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নাটোর জেলা হাসপাতালে স্টক ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সফট্ওয়্যার চালুকরণে পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও নাটোর জেলা হাসপাতাল
৪.১০	**২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল কুষ্টিয়ার ভর্তিকৃত রোগীদের ঔষধ বিতরণে স্বচ্ছতা আনয়নের নিমিত্ত সফটওয়্যার চালুকরণঃ** তত্ত্বাবধায়ক জানান যে, পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে কথা হয়েছে। তিনি দ্রুত ঔষধ বিতরণ সফট্ওয়্যার প্রতিস্থাপন করে দেবেন মর্মে জানিয়েছেন।	ক) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল কুষ্টিয়ার ভর্তিকৃত রোগীদের ঔষধ বিতরণে স্বচ্ছতা আনয়নের নিমিত্ত সফট্ওয়্যার চালুকরণে পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কুষ্টিয়া জেলা হাসপাতাল
৪.১১	**নৈতিকতা বিষয়ক সভা :** সকল অধিদপ্তর/দপ্তর তাদের চলতি কোয়ার্টারের নৈতিকতা কমিটির সভা করেছে মর্মে জানান। সকল অধিদপ্তর/দপ্তরের সভার কার্যবিবরণী, ১ ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) প্রতিবেদন ০৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তরের সভার কার্যবিবরণী, ১ ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) প্রতিবেদন ০৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করবে।	সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা
৪.১২	**প্রশিক্ষণ :** সভায় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণসমূহ নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাগে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মে ২০২৪ মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন করতে সকল অধিদপ্তর/দপ্তরকে অনুরোধ করেন। জুন মাসে কোন প্রশিক্ষণ করা যাবেনা। তিনি প্রশাসন-৪ কে সকল	ক) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) প্রশাসন-৪ শাখা সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থা ও প্রশাসন-৪

	অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়টি মনিটরিং করতে বলেন।	আয়োজনের বিষয়টি মনিটরিং করবে।	
৪.১৩	**বিবিধ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) জানান যে, অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের অংশীজন সভার কার্যাবলীতে মন্ত্রিপরিষদ নির্দেশিত কাঙ্খিত লক্ষ্য প্রতিফলিত হচ্ছে। সেজন্য তিনি অধিদপ্তর/দপ্তর নিজস্ব অংশীজন সভায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ জানান। সভাপতি অধিদপ্তর/দপ্তরকে নিজস্ব অংশীজন সভায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন।	ক) অধিদপ্তর/দপ্তরকে নিজস্ব অংশীজন সভায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/ দপ্তর

৫. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৮.০৯.২৩
(মোঃ সাইদুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪৩.০৬.০০৮.২০- ২৬৫

তারিখ: ৩১ আশ্বিন ১৪৩০
১৬ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫। পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা
৬। পরিচালক, জাতীয় কিডনি ডিজিজেজ এন্ড ইউরোলজি ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৭। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল, নাটোর
৮। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল, কুষ্টিয়া
৯। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১০। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১১। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা
১২। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
১৩। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা
১৪। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড, তেজগাঁও, ঢাকা
১৫। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা
১৬। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা
৫। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা

৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড, তেজগাঁও, ঢাকা
৭। চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো
৮। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)

(খন্দকার রবিউল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব